04 JUN 2017

বাকৃবি শুভসংঘ বন্ধুদের শপথ

আমরাই বাঁচাব পরিবেশ

বাকৃবি শুভসংঘ বন্ধুদের আয়োজনে পরিবেশ রক্ষার শপথ

আবুল বাশার মিরাজ ▷

পরিবেশ নিয়েই আমাদের জীবন। প্রকৃতির কাছ থেকেই আমরা শিখি, আর প্রাকৃতিক পরিবেশেই বেড়ে উঠি। পরিবেশ দ্বারাই আমরা প্রভাবিত ও গঠিত। প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত গতি দ্বারা জীবন প্রবহমান। এই দেশের প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য আমাদের জীবন গঠনে অপরিহার্য এবং তা অমূল্য সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ব সমাহার আর তার ব্যবহার দ্বারা জীবনকে আমরা করে তুলি আনন্দময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের আনন্দ দান করে, উপকার করে, আমরা সদ্ব্যবহার করে লাভবান হই। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপকারের প্রতিদানে অপকার করি, হয়ে উঠি অকৃতজ্ঞ, দুর্বিনীত, অত্যাচারী, নির্দয়! হয়ে যাই নিকৃষ্ট মানুষ। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম সৌন্দর্য তার বনরাজি ও বৃক্ষরাশি। সবুজ গাছ আর তরুলতা আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে অক্সিজেন সরবরাহ করে। বৃক্ষ যেখানে আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু, সেখানে আমরা হয়ে যাই গাছের প্রতি ভালোবাসাহীন। দুষ্কর্ম আমাদের আরো আছে। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, খানা-খন্দ, জলাভূমি ভরাট করে, অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে, অপরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে ও ডিমওয়ালা মাছ মেরে আমরা যে আমাদের জীবিকাই ধ্বংস করে চলেছি তার খবরই বা কে রাখে?

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ রক্ষা করার শপথ করেছেন ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) শাখা শুভসংঘের বন্ধুরা। গত ২৫ মে বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি চত্বর মাঠে তাঁরা এ শপথ নেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা পরিবেশ রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণেরও অঙ্গীকার করেন।

বাকৃবি শুভসংঘের সভাপতি আবদুল আলিম বলেন, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ আমরা যথাযথ সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করি না বলেই আমাদের চরম দারিদ্র্যের শিকার হতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের আমরা যত বেশি যত্ন নেব, সংরক্ষণ করব, সদ্ব্যবহার করব ততই দেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম ফকির মনির বলেন, পরিবেশ রক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধে মনোযোগী হতে হবে। পরিবেশের ক্ষতি করলে সুন্দর ও বসবাসযোগ্য আগামীর বাংলাদেশ নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। শুভসংঘের বন্ধু জাহিদ হাসান বলেন, ভবন নির্মাণ বিধিতে ভবনের চারপাশে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা ছাড়ার নিয়ম আছে। কিন্তু অনেকে এ নিয়ম মানছেন না। আবার যাঁরা জায়গা ছেড়ে ভবন নির্মাণ করছেন, তাঁরা ফাঁকা জায়গা পাকা করে ফেলছেন। ফলে একটি ভবনের চারপাশের জায়গা পাকা হয়ে যাচ্ছে। এসব পাকা জায়গার ওপর সূর্যরশ্মি পড়ে বিকরিত হয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে, ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাড়ছে। পরিবেশ রক্ষায় এ বিষয়গুলো আমাদের প্রত্যেকের মাথায় রাখা প্রয়োজন।

রাকিব হাসান বলেন, প্রতি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিস চালু করতে হবে। বর্তমানে অধিদপ্তরের জনবল খুবই কম। এত কম জনবল দিয়ে যেকোনো একটি জাতীয় নীতি বাস্তবায়ন করা কঠিন। সরকারকে এ বিষয়গুলো ভাবতে হবে। তানজিয়া বলেন, বাংলাদেশ বৈশ্বিক পরিবেশ ফোরামে খুব সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দেশ। অনেক সময় আমাদের দায়িত্ব না জেনেই আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করি। পরিবেশকে কেবল পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিষয় ভাবলে চলবে না। পরিবেশ সবার বিষয়। কারণ এটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমাদের পরিবেশ বাঁচাতে হবে আমাদেরই।